# সম্পাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

অনুবাদের বাজারে 'রিয়াযুস স্বালেহীন' মজুদ রয়েছে; তবুও এর প্রয়োজন কেন?

প্রথমতঃ সে সব অনুবাদে নানা ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে দ্বীনী ভাইদের চাহিদাক্রমে যথাসম্ভব ভুল এড়িয়ে এ অনুবাদ সম্পাদিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থে কিছু যয়ীফ হাদীস ছিল, যা মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানীর তাহক্বীক অনুসারে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে। যাতে গ্রন্থের কলেবর কিছু হ্রাস পায় এবং পাঠকের সময়ও কিছু বাঁচে।

অনুবাদের অধিকাংশে অনুকরণ করা হয়েছে জনাব মওলানা আব্বাস আলী তারানগরী ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় ভাই জনাব মওলানা আব্দুস সালাম মাদানী সাহেবের; যাঁদের অনুবাদ 'কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীস হিন্দ' কর্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থটির আগা-গোড়া বাংলা কম্পিউটার-কম্পোজ করেছেন স্নেহভাজন সহকর্মী মওলানা হাবীবুর রহমান ফাইযী। প্রুফ দেখেছেন শায়খ মুহাম্মাদ হাশেম মাদানী ও শায়খ সফিউর রহমান রিয়াযী সাহেব।

এ সংস্করণের পশ্চাতে রয়েছেন ভাই সালাহুদ্দীন ও অন্যান্য দ্বীনী ভাই-বন্ধুরা।

আল্লাহ যেন সকলকে নেক প্রতিদান দেন এবং এ আমলকে কিয়ামতের সকলের নেকীর পাল্লায় রাখেন। আমীন।

ইহকালের প্রমোদোদ্যান ও বিলাস বাগে মানুষ বিলাস-বিহার তথা অবসর বিনোদন ক'রে আনন্দ উপভোগ ক'রে থাকে। কিন্তু সৎশীল মুসলিমরা এই 'রিয়াযুস স্বা-লিহীন' তথা 'সৎশীলদের বাগান'-এ ভ্রমণ ক'রে পরকালের বেহেশ্তে ইচ্ছা-সুখের বাগানে বিলাস-বিহার করতে পারবেন। আল্লাহ সকলকে তওফীক দিন। আমীন

বিনীত

*আব্দুল হামীদ মাদানী*

আল-মাজমাআহ

সঊদী আরব

২৪শে রমযান ১৪২৯হিঃ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

# গ্রন্থকারের ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি একক, প্রতাপশালী, পরাক্রমশালী, মহা ক্ষমাশীল। যিনি রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা হৃদয়বান ও জ্ঞানবান ব্যক্তিদের জন্য উপদেশ স্বরূপ, বিচক্ষণ ও উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য জ্ঞানালোক স্বরূপ। যিনি সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে যাদেরকে মনোনীত করেছেন তাদেরকে সচেতন করেছেন, সুতরাং তাদেরকে এ পার্থিব সংসারের মোহমুক্ত করেছেন, তাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে সতর্কতা ও সতত চিন্তা-গবেষণায় ব্যাপৃত রেখেছেন, তাদেরকে প্রতিনিয়ত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণে রত রেখেছেন। তিনি তাদেরকে নিরবধি নিজ আনুগত্য করার, পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার, যে বিষয় তাঁকে অসন্তুষ্ট করে এবং ধ্বংস অনিবার্য করে সে বিষয় থেকে সতর্ক থাকার এবং অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিবর্তন সত্ত্বেও তাতে যত্নবান থাকার তওফীক দিয়েছেন।

আমি তাঁর প্রশংসা করি, অতিশয় ও পবিত্রতম প্রশংসা, ব্যাপকতম ও অধিকতম বর্ধনশীল প্রশংসা। আর সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, যিনি কৃপানিধি ও দানশীল, চরম দয়াশীল, পরম করুণাময়। সাক্ষ্য দিই যে, আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল, তাঁর প্রিয়পাত্র ও বন্ধু, যিনি সরল পথ প্রদর্শক এবং সঠিক দ্বীনের প্রতি আহবানকারী।আল্লাহর অসংখ্য দরূদ ও সালাম তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং সকল আম্বিয়া, সকলের বংশধর এবং সকল নেক বান্দাদের উপরও।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ }

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে তারা আমার আহার্য যোগাবে। *(সূরা যারিয়াত ৫৬-৫৭ আয়াত)*

এটি স্পষ্ট ঘোষণা যে, জিন-ইনসান ইবাদতের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং তাদের উচিত, সেই কর্মের প্রতি যত্ন নেওয়া, যার জন্য তারা সৃষ্ট হয়েছে এবং বিষয়-বিতৃষ্ণার সাথে পার্থিব ভোগ-বিলাস হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। যেহেতু পার্থিব জীবন হল ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী নয়। তা হল পারের নাও মাত্র, আনন্দের বসত-বাড়ি নয়। অস্থায়ী পানি পানের ঘাট, চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। এই জন্য তার সচেতন বাসিন্দা তারাই, যারা আল্লাহর ইবাদত-গুযার এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ তারাই, যারা তার প্রতি আসক্তিহীন। মহান আল্লাহ বলেন,

{ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }

অর্থাৎ, বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো বৃষ্টির মত, যা আমি আসমান হতে বর্ষণ করি। অতঃপর তার দ্বারা উৎপন্ন হয় ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা হতে মানুষ ও

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পশুরা ভক্ষণ করে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকরা মনে করে যে, তারা এখন তার পূর্ণ অধিকারী, তখন দিনে অথবা রাতে তার উপর আমার (আযাবের) আদেশ এসে পড়ে, সুতরাং আমি তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিই, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না। এরূপেই আয়াতগুলোকে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে বর্ণনা করে থাকি। (সূরা ইউনুস ২৪ আয়াত)

আর এ মর্মে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। কবি কত সুন্দরই না বলেছেন,

নিশ্চয় আল্লাহর অনেক বিচক্ষণ বান্দা আছেন,
যাঁরা দুনিয়াকে তালাক দিয়েছেন এবং ভয় করেছেন ফিতনাকে।
দুনিয়া নিয়ে তাঁরা চিন্তা-ভাবনা করে জেনেছেন যে,
তা কোন জীবের জন্য (চির) বাসস্থান নয়।
তাকে তাঁরা সমুদ্র গণ্য করেছেন
এবং তা পারাপারের জন্য কিশ্তী বানিয়েছেন নেক আমলকে।

সুতরাং এই যদি তার অবস্থা হয়, যা বর্ণনা করলাম এবং এই যদি আমাদের ও যে জন্য আমরা সৃষ্ট হয়েছি তার অবস্থা হয়, যা পূর্বে উল্লেখ করলাম, তাহলে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির উচিত যে, সে নিজেকে সৎলোকদের দলভুক্ত করবে, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের পথ অবলম্বন করবে, ইতিপূর্বে যার ইঙ্গিত করেছি, তার জন্য প্রস্তুত হবে এবং যার প্রতি সতর্ক করেছি, তাতে যত্নবান হবে। আর এর জন্য সবচেয়ে সঠিক পথ ও নির্ভুল পন্থা হল, আমাদের নবীর সহীহ হাদীসের সাথে আদব প্রদর্শন করা (তার আদর্শ গ্রহণ করা), যিনি পূর্বাপর সকল মানুষের সর্দার এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক সম্মানীয়। তাঁর উপর এবং সকল আম্বিয়ার উপর আল্লাহর অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } [ المائدة: ٢ ]

অর্থাৎ, তোমরা সৎ ও সংযমশীলতার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। *(সূরা মায়িদাহ ২ আয়াত)*

আর সহীহসূত্রে প্রমাণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

"আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দাহ নিজ ভায়ের সাহায্যে থাকে।" *(মুসলিম ২৬৯৯নং)*

"যে ব্যক্তি কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশ করে তার জন্য ঐ কল্যাণ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়।" *(ইবনে হিব্বান)*

"যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান করে (দাওয়াত দেয়) সে ব্যক্তির ঐ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হবে। এতে তাদের সওয়াব থেকে কিছু মাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি অসৎ পথের দিকে আহবান করে সেই ব্যক্তির ঐ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ গোনাহর ভাগী হবে। এতে তাদের গোনাহ থেকে কিছুমাত্র কম হবে না।" *(মুসলিম ২৬৭৪নং প্রমুখ)*

আলী ﷺ-কে বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একটি লোককেও হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য লাল উঁটনী (আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ) অপেক্ষা উত্তম।" *(বুখারী ৩৭০১, মুসলিম ২৪০৬নং)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সুতরাং আমি মনস্থ করলাম যে, সহীহ হাদীস সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সঞ্চয়ন করি, যাতে এমন সব বিষয়ের সমাবেশ ঘটবে, যা পাঠকের জন্য পরকালের পাথেয় হবে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক আদব ও শিষ্টাচারিতা অর্জন হবে, যাতে উৎসাহদান, ভীতিপ্রদর্শন এবং পরহেযগার মানুষদের নানা আদব সম্বলিত বিষয়-বিরাগমূলক, আত্মা-অনুশীলন ও চরিত্রগঠনমূলক, অন্তরশুদ্ধি ও হৃদরোগের চিকিৎসামূলক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সংশুদ্ধি ও তার বক্রতা দূরীকরণমূলক ইত্যাদি আল্লাহ-ভক্তদের উদ্দেশ্যমূলক আরো অন্যান্য হাদীস পরিবেশিত হবে।

আর এতে আমি বাধ্যবাধকতার সাথে স্পষ্ট সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস উল্লেখ করব না এবং যা উল্লেখ করব, তাতে প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থের হাওয়ালা দিব। কুরআন আযীযের আয়াত কারীমা দিয়ে এর পরিচ্ছেদগুলির সূচনা করব। শব্দের সঠিক উচ্চারণ এবং নিগূঢ় অর্থ-সম্বলিত ব্যাখ্যার প্রয়োজনবোধে মূল্যবান টীকা-টিপ্পনী ব্যবহার করব। যখন বলব, متفق عليه তখন তার মানে হবে, হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিম (সহীহহায়নে) বর্ণনা করেছেন।

আমি আশা করি যে, এ গ্রন্থ যদি পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে, তাহলে তা যত্নবান (পাঠকের) জন্য কল্যাণের পথপ্রদর্শক হবে এবং সকল প্রকার মন্দ ও সর্বনাশী কর্ম থেকে বিরত রাখবে।

আমি সেই ভায়ের কাছে আবেদন রাখব, যিনি এ গ্রন্থের কিছু অংশ দ্বারাও উপকৃত হবেন, তিনি যেন আমার জন্য, আমার মাতা-পিতার জন্য, আমার উস্তাদ, সকল বন্ধু-বান্ধব ও সমস্ত মুসলমানের জন্য দুআ করেন। আর আমি মহানুভব আল্লাহর উপর ভরসা করি, তাঁকেই আমার সবকিছু সমর্পণ করি, তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) কোন শক্তি নেই।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com